সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা

'আজব কাণ্ড কলিকালে পিতা কাটল নিজের ছেলে'

রচয়ীতা জনপ্রিয় বহু ছড়া

প্রণেতা—শ্রীমহাদেব সাহা

সাং—গঙ্গাধরপুর পোষ্ট—ফুলিয়া বয়রা

জিলা—নদীয়া।

মূল্য—১০ নঃ পঃ

—: কবিতা আরম্ভ :—

এবে কলম ধরি স্মরণ করি প্রভু নিরঞ্জন,
অতি দুঃখের কবিতা এক শুনেন দিয়া মন।
এক সতীর কথা ২ শুনেন শ্রোতা বলি সবার ঠাঁই,
কলিযুগের এমন সতী কভু দেখি নাই।
ঘটল কাকদ্বীপেতে ২ নাম ধরে বাগডোরা গ্রাম,
বাস করিতো তথায় জানি নিতাই বর্ম্মণ নাম।
সে যে বিয়ে করে ২ নয়কো দূরে গ্রাম মহিপুরে,
বিয়ে করে ছয় মাস বাড়ী বাস করে।
পত্নী গর্ভাবতি ২ শীঘ্রগতি ছুটিল তখন,
বিদেশে রওয়ানা হলো (টাকার) রোজগারের কারণ।
যায় আসামেতে ২ চাকুরীতে ভর্ত্তি যে হইলো,
কন্টাক্টরের অধীনেতে চাকুরী পাইলো।
জঙ্গল কাটার কাজ ২ নাহি লাজ টাকা বহু পায়,
আসামের সুন্দরী দেখে সব ভুলে যায়।
গেল সব ভুলে ২ বিয়ে করলে আসামের এক মেয়ে,
পাঁচ বছর গত হলো আসামেতে গিয়ে।
সেথায় বিয়ে করে ২ থাকে পরে নিজের পত্নী ছেড়ে,
দেশেতে ফিরিল পাষাণ কুড়ি (২০) বছর পরে।
আসামে বিয়ে করল মারা গেল পত্নী তাহার,
নিরুপায় হইয়া পাষাণ ছুটিল এইবার।
তারপর কষ্ট করে ২ আসে ফিরে স্বদেশ মাঝার,
কুড়ি বৎসর পরে দেশে ফিরিলো জানোয়ার।

এথায় ক্ষান্ত রাখি ২ এবার লিখি তার স্ত্রীর কথা,
মন দিয়ে শুনেন ভাই মর্ম্মে লাগে ব্যথা।
যখন বাড়ী হতে ২ আসামেতে নিতাই গিয়াছিল,
সেই সময়ে পত্নী তার গর্ভবতী ছিল।
দশ মাস দশ দিন পরে ২ জন্ম নিলে সুন্দর এক ছেলে,
আদর করে নাম তার জগাই বলে দিলে।
মায়ের নাম জানি ২ বিনোদিনী রূপে চমৎকার,
তার মত সতী নারী নাহি দেখি আর।
শুধু স্বামীর আশায় ২ দিন কাটায় ৭ বছর হলো,
তারপরে বাছাধনকে স্কুলে দিল,
করে প্রাইমারী পাশ ২ মুখে হাস হাই স্কুলে দিল,
মামার বাড়ীতে থেকে পড়িতে লাগিল।
থাকে মামার বাড়ী ২ যত্ন করি লেখাপড়া শিখে,
প্রতিবেশী সবাই স্নেহ করে যে তাহাকে।
মাষ্টার আদর করে ২ ভাল পড়ে জগাই বাছাধন,
বলে অন্য ছাত্র নাহি দেখি তাহার মতন।
বয়স ২০ হলো ২ পাশ করিল ক্লাশ টেনে উঠে,
বিধাতার চক্রেতে কেমন অঘটন ঘটে।
জননী বিনোদিনী ২ সতী জ্ঞানী এতদিন রহিলো,
ছেলের মুখের দিকে চেয়ে এতকাল কাটাল।
কহে ঈশ্বর কাছে ২ কেমন আছে আমার প্রাণধন,
তিনি বিনে বৃথা প্রভু এ দাসীর জীবন।

সতীর এই রীতি ২ পতীগতি কুড়ি বছর গত,
দিবারাত্র পতীর স্তোপ করে অবিরত।
এমন কয়জন রয় ২ গত হয় কুড়ি বছর ভাই,
স্বামী ছাড়া রইলো শুধু একটি ছেলে পাই।
সতীর তারিফ করি ২ ধন্যা নারী কি লিখিব আর,
এমন সতীর নামে পাপী হইবে উদ্ধার।
আমি কি লিখিব ২ কি শুনাবো লিখতে নাহি পারি,
কবি বলে এমন সতীর পায়ে প্রণাম করি।
এখন দশের কাছে ২ দাবী আছে লেখকের প্রার্থনা,
এই কবিতা নারীগণকে শুনাতে বাঞ্ছনা।
দেখুন অনেক নারী ২ দিচ্ছে পাড়ী অসৎ এর পথে,
এই কবিতা মা, বোনকে শুনান আনন্দের সাথে।
মাত্র দশ নয়া দাম ২ বুঝার কাম দশ নয়াতে হয়,
চিন্তা করুণ পান বিড়িতে কত খরচ হয়।
যত মা, ভগ্নি ২ কর্ণ ভরি শুনিবে যখন,
সতীর মনে জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে তখন।
জানি এই কবিতা ২ যত ভ্রাতা সবার দরকার,
দশ নয়াতে খরিদ করুন সন্দেহ নাই আর।
অসতীর চিন্ত হবে ২ শুনিবে সতীজনার কথা,
সতীর কথা শুনিলে হবে অসতীর ব্যথা।
এবার বারণ রাখি ২ যাই লিখি শুনেন সবে ভাই,
বাড়ীতে হাসিল নিতাই ২০ বছর কাটাই।

সন্ধ্যায় আসলো বাড়ী ২ সতী নারী পতি দরশনে,
প্রণাম করিল গিয়া আনন্দিত মনে।
ছেলে মামার বাড়ী ২ তাড়াতাড়ি পাইল খবর,
বিশ বছর পর বাপ তার আসিয়াছে ঘর।
তখন ছুটে আসে ২ উল্লাসে নিজ বাড়ীতে,
রাত্র ৭টায় পৌছিল সে বাড়ীর সম্মুখেতে।
থাকে দৃষ্টি করি ২ নয়ন ভরি দেখিল যখন,
বৈঠকখানায় গল্প করছে বহু লোকজন।
আদেখা পিতার সাথে ২ লজ্জাতে দেখা নাহি দিল,
ধীরে ধীরে জগাই চাঁদ (বাড়ীর) ভিতরে ঢুকিল।
গিয়ে মায়ের কাছে ২ বলিতেছে চুপিচুপি করি,
বাবাকে দেখিতে আমি আসিয়াছি বাড়ী।
তখন বলে মায় ২ বৈঠকখানায় আছে তোমার পিতা,
যাইয়া প্রণাম করো নীচু করে মাথা।
ছেলে তখন কয় ২ লজ্জা হয় বহু লোক জন,
এই ঘরে আসিলে প্রণাম করিব তখন।
যাই বাহিরেতে ২ দূর হতে দেখিব তাকাই
জন্মের পর পিতা দর্শন ভাগ্যে জুটে নাই !
বাহিরে যাবার সময় ২ কিবা হয় শুনেন সর্ব্বজনা,
পিতার হাতে পুত্র খুন আশ্চর্য্য ঘটনা।
নিতাই কাছারিতে ২ লোক সাথে গল্প করে বসি,
মনে মনে স্ত্রীর কথা ভাবে রাশি রাশি।

এত দিন পতি ছাড়া ২ থাকে যারা সতী তারা নাই
মনে মনে এই কথাটি ভাবনা হচ্ছে তাই।
এই ভাবনা ছিল ২ বিদায় নিল সকলের কাছে,
বৈঠকখানা ছেড়ে তখন অন্দর মহলে আসে।
ঘরে ঢুকতে গিয়ে ২ দেখে চেয়ে ভিতরে তখন,
স্ত্রীর পাশে বসে আছে কেবা একজন।
করছে গল্প গুজব ২ পুর্ণ যুবক দেখিতে সুন্দর,
পাশাপাশি বসে আছে খাটের উপর।
মনে সন্দেহ হয় ২ নিশ্চয় স্ত্রীর উপপতী;
কুচিন্তাতে ছন্নছাড়া হল তার মতি।
এখন দয়া করে ২ রাস্তা ছেড়ে দাড়ান সব ভাই,
পকেটটা সাবধান রাখুন আমি বলে যাই।
নিতাই ভুল বুঝিয়া ২ রাগ হইয়া দাউখানা নিল,
রাগেতে অধীর হয়ে ভিতরে ঢুকিল।
পুত্র করযোড়ে ২ পিতারে প্রণাম করতে যায়,
নিতাই ভাবে বেটা বুঝি এবারে পালায়।
পিঠে কোপ দিল ২ পড়ে গেল ভুমিতে জগাই,
স্বামীকে বিনোদিনী ধরিল জড়াই।
বলে একি করলে ২ কোপ মারিলে আপন ছেলেকে,
ছেলের বিলাপ দেখে দুঃখে প্রাণ ফাটে।
ছেলে বিলাপ করে ২ উচ্চস্বরে বাবা বাবা বলে
বিনা দোষে কেন তুমি আমাকে মারিলে।

মনে আশা আছে ২ আস কাছে দাও পদ ধুলা,
২১ বছর পরে তুমি বাড়ীতে আসিলা।
জগাই জ্ঞান হারা ২ ক্রোধে হারা কথায় লক্ষ্য নাই,
স্ত্রীকে ধাক্কা মেয়ে বলে রক্ষা তোর নাই।
যায় আগাইয়া ২ দাউ দিয়া ঘাড়ে কোপ মারে,
দেহ হতে মাথা তখন পৃথক হয়ে পড়ে।
মাতা ইহা দেখে ২ মনের দুঃখে হইল অজ্ঞান,
রক্তেতে লাল হলো সারা ঘর খান।
নিতাই মনে ভাবে ২ সত্যি তবে স্ত্রীর উপপতী,
খুন করেছি দেখে তাই ওর এই গতি।
এমন স্ত্রী না রাখিব ২ শেষ করিব এই বলিয়া,
স্ত্রীর ঘাড়ে এক কোপ দিল বসাইয়া।
ক্রোধে চীৎকার করে ২ আসে দৌড়ে প্রতিবেশী জন,
কাণ্ড দেখে শিহরিয়া উঠে তাদের মন।
তখন বলে তাকে ২ গাঁয়ের লোকে ওরে শয়তান,
একি কাণ্ড করলি তুই হইয়া পাষাণ।
তোর নিজের ছেলে ২ খুন করিলে নাহি চিন্তা করে,
এমন সতী স্ত্রীকে হত্যা কেমনে করিলে।
যে স্ত্রী তোরই আশায় ২ দিন কাটায় ২০টি বছর,
অসতী ভাবিলে তাকে ওরে বর্ব্বর।
সকল কথা শুনে ২ ভাবে মনে নিতাই বর্ম্মন,
ধুলাতে লুটায়ে কাঁদে দেখি যে তখন।

আর দুঃখ করে ২ ছেলের তরে লক্ষ্মী বৌয়ের কথা,
অতি দুঃখে উন্মাদ সম হইল তার মাথা।
তাই ছোড়া নিয়ে ২ ঘরে গিয়ে করে বন্ধ দ্বার,
তীক্ষ্ণ ছোড়া নিজ বুকে বসাইল এইবার।
গেল ভব পারে ২ শেষ করে নিজ পরিবার,
মুর্খ জনার এই শাস্তি হওয়া যে দরকার।
আমি বলি এবার ২ করে বিচার কাজ করিবে,
শেষ হইল সায়েরী মোর প্রীতি লও সবে।

বাউল গান

ও ভাই মমিনা আখেরী জমানা এসেছে
আগেকার মেয়ে ছেলে পুরুষ দেখিলে,
ঘোমটা দিয়ে চলে যেত গাছের আড়ালে
এখন পুরুষ দেখে কেয়ার করে না ধাক্কা মেরে চলেছে
মেয়েরা সব হল ব্যবসাদার তারা কলকাতাতে যায়,
পুরুষ হল বাড়ীর গিন্নি রান্না করে দেয়
এখন মেয়ে মোড়ল মর্দ্দা গাড়ল
মর্দ্দারা দেয় ঘোমটা টেনে
আমি টিকেট কিনে ভাবছি মনে দুঃখু জানাই কাকে কাছে
ও ভাই মমিনা আখেরী জামানা এসেছে।
ধান চাল আর আটার কণ্ট্রোল বসিল
মধ্যে পড়ে বৌর কন্‌ট্রোল বাদ যে পড়িল
এখন ভারত স্বাধীন নাই পরাধীন
এদের বিবাদ চলিতেছে। আখেরী জামানা এসেছে।